ঝিনাইদহে করোনাই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ালো রেড ক্রিসেট

ঝিনাইদহে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ ৩’শ পরিবারের মাঝে আর্থিক সহযোগিতা প্রদাণ করা হয়েছে। রেড ক্রিসেট সোসাইটি ঝিনাইদহ ইউনিট এর পক্ষ থেকে সকালে রেড ক্রিসেন্টের কার্যালয়ে এ আর্থিক সহযোগিতা প্রদাণ করা হয়।
এ সময় আগতদের হাতে নগদ টাকা তুলে দেয় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিটের চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাস।
সেসময় উপস্থিত ছিলেন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ঝিনাইদহ ইউনিট এর সেক্রেটারী জে এম রশিদুল আলম, কার্যনির্বাহী সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল, এনামুল হক, সহকারী পরিচালক তাসলিমা খাতুন, যুব প্রধান শাহিনুর রহমানসহ অন্যান্যরা।

কার্যনির্বাহী সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল জানান, মহামারী করোনায় আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও করোনায় আক্রান্ত ৩’শ পরিবারের মাঝে প্রত্যেককে ২ হাজার ৫’শ টাকা করে বিতরণ করা হয়।

হরিনাকুন্ডুতে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত

“দক্ষ যুব সমৃদ্ধ দেশ,বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডুতে জাতীয় যুব দিবস-২০২১ উপলক্ষে যুব সমাবেশ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১১ টায় উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দা নাফিস সুলতানার সভাপতিত্বে, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুন্সী ফিরোজা সুলতানার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ জাহাঙ্গীর

হোসাইন, মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি রওশন আলী, মুক্তি যোদ্ধা কমান্ডার মহি উদ্দীন, পৌর মেয়র ফারুক হোসেন, থানা অফিসার ইনর্চাজ (ওসি) আব্দুল রহিম মোল্লা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রেশমা খাতুন, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন, ইউপি চেয়ারম্যান রাকিবুল ইসলাম রাসেল, মোহাম্মদ আলীসহ বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রধানগণ ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকৃন্দ প্রমূখ।

পরে যুব প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র এবং যুব ঋণ ও যুব কল্যাণ তহবিলের চেক বিতরণ করা হয়।

সাংবাদিক রশিদের মৃত্যুতে হাসাদাহ প্রেসক্লাবে দোয়া অনুষ্ঠিত

হাসাদাহ প্রতিনিধিঃ জীবননগর উপজেলার প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাংবাদিক সমিতির প্রধান উপদেষ্ঠা এ্যাঃ আব্দুর রশিদের মৃত্যুতে হাসাদাহ প্রেসক্লাবে তার আত্মা মাগফিরাতের জন্য দোয়া মাহাফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকালে হাসাদাহ প্রেসক্লাবে এ দোয়া মাহাফিলের অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসক্লাবের সভাপতি ডিএম মতিয়ার রহমানের সভাপত্বিতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন
প্রেসক্লাবের উপদেষ্ঠা মহাম্মদ আলী মাস্টার, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জান রিপন,সহ-সাধারণ সম্পাদক মুন্সী কবির হোসেন, কোষাধ্যাক্ষ বদিরুজ্জামান শ্যামল, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক আল আমিন, নির্বাহি সদস্য শিপলু রহমান, লিমন হুসাইন, প্রমুখ। দোয়া মাহাফিলে দোয়া পরিচালনা করে জাহিদুল ইসলাম।

শৈলকুপায় অনলাইন ব্যবসার নামে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপার হাদী মেম্বর নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তিনি উপজেলার হাটফাজিলপুর এলাকার বাসিন্দা । তিনি অন ফ্যাসিভ মার্কেটিং অনলাইন ব্যবসার মাধ্যমে অধিক মুনাফার লোভ দেখিয়ে গ্রাহকের কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করে আসছে। অন লাইন ব্যবসার নামে অল্প সময়ে অধিক মুনাফা অর্জনের লোভ দেখিয়ে অভিনব ফাদ পেতে এ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। অনলাইন ব্যবসার কোন শর্তই না মেনে এভাবে ব্যবসা করে আসছে। গ্রাহকদের কাছ থেকে ১০০০০ হাজার করে টাকা নিয়ে মাসে ৮০০০০ হাজার টাকার প্রলোভন দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। বর্তমান তার গ্রাহক সংখ্যা ১০০০ হাজারের বেলী।

জানা যায়, শৈলকুপার হাটফাজিলপুর গ্রামের হাদি মেম্বর নামে এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করে আসছে। ইতিমধ্যে ঝিনাইদহ জেলার বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে বাধ্য করছে। দেখা যায়, অন ফ্যাসিভ নামে এ অন লাইন ব্যবসার বৈধ কাগজপত্র নেই । সরকারের কোন সংস্থা থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি। অতি স্বত্তর হাদি মেম্বরকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার দাবী জানিয়েছেন ভ’ক্তভ’গী গ্রাহকরা।

নাম না প্রকাশ করার শর্তে একজন গ্রাহক বলেন, হাদি মেম্বরের খপ্পরে পড়ে আমি এ ব্যবসায় নেমেছি এখন দেখছি এব্যবসার নামে প্রতারণা ছাড়া আর কিছু না। কবে যে ইভ্যালির মত অবস্থা না হয় তাই ভাবছি।
এব্যাপারে হাদি মেম্বর বলেন, এটি একটি লাভজনক ব্যবসা। একটু ঝুকি থাকলেও এ ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে অধিক লাভবান হওয়া যায়। এতে বিনিয়োগ করলে এক সময় প্রতিজন গ্রাহক ৪২ তলা বাড়ির মালিক হবে।দেশে কোন গ্রাহক গরীব থাকবে না। আমরা গ্রাহক প্রতি ১০০০০ হাজার টাকা করে নিচ্ছি। বর্তমান আমার গ্রাহক আছে ১০০০ মত।

শৈলকুপা থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন,অভিযোগ পেলে আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখবো। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কানিজ ফাতেমা লিজা বলেন,অন প্যাসিভ মার্কেটিং নামে এই অন লাইন ব্যবসার নামে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা আমার জানা নেই। একজন ব্যক্তি যথাযথ কর্তৃপক্ষের

অনুমোদন ব্যতিত এরকম ব্যবসা করতে পারে না।

শৈলকুপায় ফার্মেসিতে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান, জরিমানা আদায়

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ঔষধের দোকানে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় উপজেলার পশু হাসপাতাল এলাকা, বৈকালিন দুধ বাজার, কবিরপুর খাদ্য গুদাম এলাকার ৫টি দোকানে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিট্রেট কানিজ ফাতেমা লিজা।

এসময় উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো: মামুন খান, শৈলকুপা থানার সাব ইন্সপেক্টর গিয়াস উদ্দীন সহ পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ইউএনও কানিজ ফাতেমা লিজা বলেন,মেয়াদ উওীর্ণ ঔষধ রাখার দায়ে রাহেলা ফার্মেসী,শাহিন ফার্মেসী,তাসলীমা ফার্মেসী,রুসাত ফার্মেসী ও সাহা মেডিকেলে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় প্রত্যেককে ২ হাজার টাকা করে জরিমানা আদায় করা হয়। পরিবর্তিতে উপজেলা প্রসাশনের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কোটচাঁদপুরে পুলিশের ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পুলিশের ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার বিকালে কোটচাঁদপুর মডেল থানার আয়োজনে এই ওপেন হাউজ ডে

অনুষ্ঠিত হয়।

“পুলিশই জনতা জনতাই পুলিশ” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠানে পারিবারিক সহিংসতা, ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ, আত্মহত্যা, নারী ও শিশু নির্যাতন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মঈন উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁদপুর সার্কেল) মোঃ মোহাইমিনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, পৌর ফাঁড়ি ইনচার্জ আক্তারুজ্জামান লিটন, পৌর প্যানেল মেয়র শেখ সোহেল আরমান।

সেকেন্ড অফিসার এসআই আব্দুল মান্নানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, পৌর কাউন্সিলর জাহিদ হোসেন, পৌর আ.লীগের আহ্বায়ক ফারজেল হোসেন, ইমাম সমিতির সভাপতি হাফেজ রবিউল ইসলাম, ব্যবসায়ী দেলোয়ার হোসেন প্রমূখ। এসময় রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংবাদিক ও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

হরিনাকুন্ডুতে পানিতে ডুবে এক শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডু উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের সোনারদাইড় গ্রামের মোঃ লিফট মোল্লার পুত্র সিয়াম মোল্লা নামের (৪) বয়সী পানিতে ডুবে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

রবিবার দুপুর ১ টার দিকে সিয়াম হারিয়ে যায়। প্রায় ২ ঘন্টা যাবত অনেক খুঁজাখুঁজির পর হঠাৎ নিজ বাড়ির পাশের একটা পুকুর থেকে সিয়ামের মৃত লাশ ভেসে উঠে। স্থানীয় লোকজন সিয়ামের লাশ পুকুর থেকে উদ্ধার করে। সিয়ামের এই অকাল মৃত্যুতে তার পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ।

শৈলকুপায় পরিত্যাক্ত সামগ্রী দিয়ে গ্রামের যুবকরা তৈরী করলো জিম

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় পরিত্যাক্ত সামগ্রী দিয়ে গ্রামের একদল যুবক তৈরী করছে জিম ও জিমের যন্ত্রপাতি।উপজেলার শ্রীপুর গ্রামের শরীরচর্চার এমন সৃজনশীল কর্মযজ্ঞ সাড়া ফেলেছে এলাকার সাধারণ মানুষের মাঝে । এমবিএ করা এই তরুণ উদ্যোক্তার নাম এপি পলাশ। সে উপজেলার শ্রীপুর গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে।

সরেজমিনে দেখা যায়,হাতের কাছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইট-বালি, মাটি-সিমেন্ট, পাস্টিকের পাইপ, বোতল, গাছের ডাল, বাঁশ-খুঁটি সহ পরিত্যাক্ত সব সামগ্রী হলো জিমের সরঞ্জাম।এসব দিয়ে গ্রামে বসেই একদল তরুণ ভিন্ন আঙ্গিকে তৈরী করেছে ডাম্বেল, বারবেল, পুলআপ বার, দঁড়িলাফ সহ আধুনিক জিম বা ব্যায়ামাগারের সব যন্ত্রপাতি।কোমলপানীয়র পরিত্যাক্ত বোতলে বালু পুরে তৈরী করা হয়েছে বারবেল । ইট- সিমেন্ট আর বাঁশ দিয়ে বানানো হয়েছে ডাম্বেল।দঁড়ি, টায়ার, বাঁশ দিয়ে বানানো পুলআপ বার। সাইকেলের পুরাতন টিউ দিয়ে তৈরী করা হয়েছে রেসিস্টেন্ট ব্যান্ড।টেকনোলজিকে টেক্কা দিয়ে কোন রকম অর্থ বা পয়সা-কড়ি ছাড়াই তৈরী করা হচ্ছে ভারী ব্যায়ামের এসব যন্ত্রপাতি।
শরীর-মন সুস্থ্য রাখতে ২ বছর ধরে এমন সৃজনশীল আর চাঞ্চল্যকর কর্মযজ্ঞ চালিয়ে নিয়মিত শরীর চর্চার মাধ্যমে সুঠাম আর সু- স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে সাড়া ফেলেছে ।এভাবে শরীর ফিট রাখার সব যন্ত্রপাতি আর কলাকৌশল রপ্ত করেছে তারা। আর এসব দিয়েই গ্রামটির যুবসমাজের বড় একটি অংশ ২ বছর ধরে নিয়মিত করে চলেছে শরীরচর্চা। প্রতিদিন শারীরিক পরিশ্রমে শরীর গঠনের পাশাপাশি এসব তরুণদের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করছে বহুগুণে।
শ্রীপুর গ্রামের বসির উদ্দিন বলেন,এমন উদ্যোগে আমরা উচ্ছাসিত এলাকার সচেতন মহল। ব্যায়ামাগার বা জিম এক্সারসাইজ যন্ত্রপাতির কোনটার কত ওজন বা সঠিক হচ্ছে কি না তাও মাপঝোক করে শরীরের ধরণ অনুযায়ী ব্যায়াম সহ এসব নিয়ে নিয়মিত পড়াশোনা সহ প্রশিক্ষনের

পাশাপাশি ইউটিউব কনটেন্ট দেখে তরুণদের বডি বিল্ডিংয়ে উদ্যোগ নেয় এরা। এই উদ্যোগ এর মাধ্যমে এলাকার তরুণরা উপকৃত হবে।
উদ্যোক্তা এপি পলাশ বলেন, উপজেলা শহর এমন কি অনেক জেলা শহরেও পর্যাপ্ত ব্যায়ামাগার নাই। আর বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারণে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাতেও এসেছে স্থবিরতা। এমন পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমি এমন উদ্যোগ গ্রহন করেছি।আশা করি একদিন বাংলাদেশের প্রতিটা গ্রামে এমন জিম-ব্যায়ামাগার গড়ে উঠবে।

শৈলকুপা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ওয়াহিদুজাজামান ইকু বলেন, এটা একটি সুন্দর উদ্যোগ। এই জিম সস্পর্কে আমি কিছু জানি না। আমার কাছে কেউ সহযোগীতা চাইলে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ খেকে সাধ্যমত চেষ্টা করবো।

ঝিনাইদহে কমিউনিটি পুলিশিং ডে উদযাপন

‘মুজিববর্ষে পুলিশ নীতি, জনসেবা আর সম্প্রীতি’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে কমিউনিটি পুলিশিং ডে উদযাপিত হয়েছে।
জেলা পুলিশের আয়োজনে শনিবার সকালে সদর থানা চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। এতে জেলা পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাসহ কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির নেতৃবৃন্দ অংশ নেয়। শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সদর থানা চত্বরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির প্রধান সমন্বয়ক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবুল বাশার’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাস, জেলা কমিউনিটি পুলিশিং কমিটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদক কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল। অনুষ্ঠান সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন সদর থানার ওসি শেখ মোহাম্মদ সোহেল রানা।

আলোচনা সভায় বক্তারা সমাজ থেকে অন্যায়, অপরাধ দুর করতে কমিউনিটি

পুলিশিং এর সহযোগিতা ও কমিটিকে সহায়তা করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। আলোচনা সভা শেষে কমিউনিটি পুলিশিং কর্মকান্ডে অবদান রাখায় হরিণাকুন্ডু পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেনসহ ২ জনকে সম্মাননা প্রদাণ করা হয়।

সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

দেশের বিভিন্ন স্থানে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় ও বাড়িঘরে হামলার ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)।
বৃহস্পতিবার সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির কর্মকর্তাসহ মানবাধিকার কর্মীরা অংশ নেয়।
এসময় সনাকের সভাপতি সায়েদুল আলম, সহ-সভাপতি নাসরিন ইসলাম, সদস্য সুরাইয়া পারভীন মলি, আবু তাহের এন এম শাহজালালসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।
সনাকের সভাপতি সায়েদুল আলম বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনের সাংবিধানিক অধিকার বাস্তবায়নে অপরাধীকে সুরক্ষা প্রদাণ না করে প্রচলিত আইনে এ ধরণের ফৌজদারি অপরাধের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতি রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা চিরতরে নির্মূল করে সহিংসতার জন্য দায়ীদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি নিশ্চিত করতে না পারলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশের স্বপ্ন পুরণ অসম্ভবই রয়ে যাবে।